প্রথম আলো

তারিখ ... 4 JUL 20...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পছন্দের প্রার্থী নিয়োগ না দেওয়ায় প্রাধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করল ছাত্রলীগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

পছন্দের প্রার্থীকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগ না দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ বায়তুল্লাহ কাদরীকে লাঞ্ছিত করেছেন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা প্রাধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর করেছেন এবং তাঁকে 'স্বৈরাচার' আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করতে বলেছেন।

১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের রাতে প্রাধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

প্রাধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করল ছাত্রলীগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

করার এ ঘটনা ঘটে। প্রাধ্যক্ষ বলেছেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পছন্দের প্রার্থীকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগ না দেওয়ায় তাঁকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দাবি করছেন, হলের বাথরুমগুলো সব সময় নোংরা থাকে, খেলার সরঞ্জাম নেই, বড় টেলিভিশন না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী একসঙ্গে টেলিভিশন দেখতে পারেন না। এসব সমস্যা প্রাধ্যক্ষকে বারবার বলার পরও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। এসব কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন।

হল সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ জুন হলে স্বাস্থ্যসেবক ও দারোয়ান পদে নিয়োগের জন্য সাক্ষাৎকার নেন হল প্রাধ্যক্ষ। ওই দুটি পদে নিয়োগের জন্য হল শাখা ছাত্রলীগের নেতারা সোহেল রানা ও কামাল উদ্দীন নামে দুজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রাধ্যক্ষসহ নিয়োগ কমিটি তাদের নিয়োগ দেয়নি, অন্য দুজন প্রার্থী নিয়োগ পান। ওই দিন রাতেই প্রাধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা প্রাধ্যক্ষের নামফলক ভেঙে ফেলেন।

ঘটনা তদন্তে হল কর্তৃপক্ষ পরদিন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি দারুস সালাম শাকিল ও সাধারণ সম্পাদক ইয়াজ আল রিয়াদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। তদন্ত করতে প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকেরা পরদিন রাতে ছাত্রাবাসে গেলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। প্রাধ্যক্ষকে 'ধর ধর' বলে ধাওয়া করেন তাঁরা। এ সময় তিনি দৌড়ে হলের প্রধান ফটকের সামনে থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।

হল ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, যাঁদের নাম নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়েছে। এ জন্য তাঁদের নিয়োগ দিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সংশ্লিষ্ট নেতারা।

এ বিষয়ে হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি দারুস সালাম শাকিল বলেন, কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। হলে ফুটবল ও টেবিল টেনিসের ব্যাট নেই। বড় কোনো টেলিভিশন নেই। এসব কারণেই প্রাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা।

প্রাধ্যক্ষ বায়তুল্লাহ কাদরী বলেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ না দেওয়ায় এত ঝামেলা। ... বিষয়টি ... ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

জানতে চাইলে উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'অভিযুক্তদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একটি কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'